সমকাল

তারিখ 01 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

নতুন বইয়ের গন্ধে আজ মাতোয়ারা হবে শিশুরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ। এ উপলক্ষে সারাদেশে পালিত হবে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৩৫ কোটি পাঠ্যবই। ঝকঝকে বইয়ের জন্য এদিন সকালেই শিশুরা ছুটবে বিদ্যালয়ে। নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা হবে তারা। আনন্দের বন্যা বইবে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

টানা নবমবারের মতো সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এ উৎসব হচ্ছে। গত শনিবার সকাল ১০টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েক শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। আজ সারাদেশে একযোগে 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস' পালন করবে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

দুই মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এবার সারাদেশের চার কোটি ৪২ লাখ ৪ হাজার ১৯৭ শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হবে মোট ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি বই। দুই মন্ত্রণালয় রাজধানীতে করবে পৃথক বই উৎসব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

নতুন বইয়ের গন্ধে-

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

(এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা সমকালকে বলেন, শতভাগ বই পৌঁছানো হয়েছে। বছরের প্রথম দিন ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উৎসবের মাধ্যমে বই বিতরণ করা হবে।

এবার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হবে না জানিয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, গত বছর ওইসব শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে, যা বিদ্যালয়েই রাখা হয়। শুধু পাঠদানের সময় সেগুলো ব্যবহৃত হয় বলে প্রতি বছর বিতরণের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বছরের চেয়ে এবার ১০ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৬ শিক্ষার্থী বেড়েছে। ফলে ৭১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৯টি বই বেশি ছাপা হয়েছে। গত আট বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২৫ কোটি ৪৫ লাখ ১১ হাজার ৭৫০টি বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। নতুন বছরের বই মিলিয়ে মোট ২৬০ কোটি ৮৮ লাখ এক হাজার ৯১২টি বই বিতরণ করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার।

আজ সকাল ১০টায় রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এই উৎসবে রাজধানীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যোগ দেবে। এনসিটিবির আয়োজনে এই উৎসবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আসিফ-উজ-জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপস্থিত থাকবেন।

২০১৫ সালে দুই মন্ত্রণালয় মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু অব্যবস্থাপনার জন্য ওই উৎসবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় এর পর থেকে দুই মন্ত্রণালয় আলাদা স্থানে উৎসব পালন করে। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের স্বল্প পরিসরে অনেক আগে থেকে বই দেওয়া হলেও ২০১০ সাল থেকে সরকার প্রথম থেকে নবম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দিয়ে আসছে।